





আর الفسوق (পাপ) বলা হয় সবধরনের গুনার কাজকে। যমেন- পতিমাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, সুদ খাওয়া, এতমিরে সম্পদ ভক্ষণ করা, গীবত করা, চোগলখোরিকরা ইত্যাদি। আবার ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ কাজগুলোও ফুসুক বা পাপরে অন্তর্ভুক্ত হববে। আর এর الجدل অর্থ হচ্ছ- ঝগড়া-ববাদ, অন্যায় বতির্ক। হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় কারো জন্য অন্যায়ভাবে ববাদ করা জায়যে নহে। তবে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য উত্তম পন্থায় বতির্ক করা আল্লাহর আদশেরে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলনে: “ডাক তোমার প্রতপালকরে দকি হকিমত ও ওয়াজরে মাধ্যমে এবং তাদরে সাথে বতির্ক কর উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫] এই বযিয়গুলো (অর্থ্যাৎ অশ্লীল কথা, গুনার কাজ, অন্যায় ঝগড়া)যদিও সর্বাবস্থায় নষিদিধ কনিতু হজ্জরে মধ্যযে এগুলোর নষিদিধতা আরও জোরদার হয়। কনেনা হজ্জরে উদ্দেশ্য হচ্ছ- আল্লাহর প্রতি দীনতা, হীনতা প্রকাশ করা। তাঁর আনুগত্যরে মাধ্যমে নকৈট্য হাছলি করা, পাপ থেকে পবতির থাকা। এভাবে আদায় করলে হজ্জটি মাবরুর হজ্জ হববে। আর মাবরুর হজ্জরে প্রতদিন জান্নাত ছাড়া আর কছি নয়। আমরা প্রারথনা করছ আল্লাহ আমাদরেকে তাঁর যকিরি, শূকর ও উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য দনি।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখুন: ফাতহুল বারী (৩/৩৮২), তাফসীরে সাদী (পৃষ্ঠা-১২৫), বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১৭/১৪৪)।